160/WBHRC/SMC/2018

W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 160/WBHRC/SMC/2018

Date: 07. 12. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Eaisamay', a Bengali daily dated 07.12.2018, the news item is captioned 'উত্তরবঙ্গে বিষমদে ২ জনের মৃত্যু'.

Commissioner of Police, Siliguri Police Commissionerate is directed to enquire into the matter and to furnish a report by 18th January, 2019.

Commissioner of Excise, West Bengal is also directed to look into the matter and to furnish a report by 18th January, 2019.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

7/12/2018
(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

উত্তরবঙ্গে বিষমদে ২ জনের মৃত্যু

চোলাই ঠেকে ভাঙচুর — এই সময়

এই সময়, ফাঁসিদেওয়া (শিলিগুড়ি): শান্তিপুরের পরে এ বার শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়ায় বিষমদে দুই ব্যক্তির মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। বৃহস্পতিবার সকালে ফাঁসিদেওয়া থানার জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙাপাড়ায় নিজের ঘরেই মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় বাবুল কর্মকার এবং এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ। দু'জনেরই নাক ও মুখ দিয়ে ফেনা বার হচ্ছিল। ডাঙাপাড়া লাগোয়া একাধিক গ্রামে চোলাই মদ তৈরি হয় বলে অভিযোগ। অনেকে বাইরে থেকে চোলাই কিনে এনেও বিক্রি করেন। বিষমদে মৃত্যুর অভিযোগ ওঠায় অস্বস্তিতে পড়েছেন পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। দার্জিলিং জেলা পুলিশের ডিএসপি (গ্রামীণ) প্রবীর মণ্ডল বলেন, 'বিষমদে বাবুল কর্মকারের মৃত্যু হয়েছে কি না বলতে পারব না। ময়না তদন্তের রিপোর্টের পরেই সেটা নিয়ে মন্তব্য করা সম্ভব।' আর বেআইনি মদের কারবার বন্ধ করা যাঁদের দায়িত্ব, সেই আবগারি দপ্তরের উত্তরবঙ্গের আধিকারিক সুমন ভুঁইয়া বলেন, 'তল্লাসিতে ব্যস্ত রয়েছি। এখন কথা বলতে পারব না।'

এ দিন সকালে মৃতদেহ উদ্ধারের পরে পুলিশের সামনেই তৃণমূল নেতাদের উদ্যোগে মধু জোত এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুর চালান মহিলারা। তাঁদের অভিযোগ, 'প্রতিটি বাড়িতেই চোলাই মদ তৈরি হয়।' মধু জোতের বাসিন্দাদের একাংশের অবশ্য অভিযোগ, এলাকার তৃণমূল নেতাদের কাছে অভিযোগ জানালেও তাঁরা ব্যবসা বন্ধে উদ্যোগী হননি। এখন দু'জনের মৃত্যুর পরে ভাঙচুরের 'নাটক' করা হচ্ছে।

তাঁদের বিরুদ্ধে চোলাই মদের ব্যবসাকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ ওঠায় অস্বস্তিতে তৃণমূল নেতারাও। দলের জালাস নিজামতারার অঞ্চল সভাপতি মহম্মদ মইজু বলেন, 'প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ ঠিক নয়। বরং আমরা বার বার এলাকায় চোলাই মদের ব্যবসা বন্ধের জন্য পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েছি।' মৃত বাবুল কর্মকারের বাড়ির ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেখা সিংহরায়ের বাড়ি। তিনি বলেন, 'এই এলাকায় চোলাই তৈরি হয় কি না আগে জানতাম না। মদ যে বিক্রি হয় সেটা শুনেছিলাম। আজ সকালে সব জানতে পারলাম।'

এদিন মধু জোতের বাসিন্দা শেফালি কর্মকারের বাড়িতে ভাঙচুর চালান ডাঙাপাড়ার বাসিন্দারা। তাঁর রান্নাঘর ভেঙে দেওয়া হয়। মাটির উনুন বুজিয়ে দেওয়া হয়। এমনকী, ওই বৃদ্ধা আদিবাসীর শোওয়ার ঘরেও ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। শেফালি বলেন, 'রোজই চোলাই মদ তৈরি করি। আমরা খাই। বাড়ির জার্সি গোরুকে খাওয়াই। তবে বিক্রি করি না।' একানকার বড় চোলাই মদের কারবারী ফাগু কর্মকার অবশ্য ভাঙচুরের সময় সপরিবারে পালিয়ে যান। এলকার বাসিন্দা গোপাল সরকার বলেন, 'ফাগুর বাড়িতে যে চোলাই তৈরি হয়, সে কথা এলাকার তৃণমূল নেতাদের অনেকবার বলেছি। নেতারা আমাদেরই পাল্টা প্রশ্ন করেন, ওরা দুটো পয়সা কামালে তোদের সমস্যা কোথায়?'

এদিন সকালে বাবুল কর্মকারের মৃতদেহ প্রথম দেখতে পান পরিবারের লোকেরাই। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাবুলের দাদার পুত্রবধূ গৌরী কর্মকার বলেন, 'দু'জনেরই নাক-মুখ দিয়ে ফেনা বার হয়ে শুকিয়ে ছিল। তাতেই আমার সন্দেহ, চোলাই খেয়েই এই দু'জন মারা গিয়েছে।'